R N No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
একরঙা ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে
সিমেন্টের জন্য
যোগাযোগ করুন
পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত ডিলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৬শ বর্ষ
১৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২২শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
৮ই আগষ্ট, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

মালদা-মুর্শিদাবাদের টানাপোড়েনে ১৩টি মৌজার হাল

বিশেষ প্রতিনিধি : উত্তর স্বাধীনতাকালে পশ্চিমবঙ্গের জেলা পুনর্বিন্যাসের সময় হতে অনুপনগর, অনন্তপুর, শিবপুর, চাঁদপুর, জোতকালী, অরাজী-ধরমপুর, বৈদ্যনাথপুর, ধরমপুর, জিওলমারী, লালপুর ও শোভাপুর প্রভৃতি ১৩টি মৌজা মুরশিদাবাদ জেলার সামসেরগঞ্জ থানার অধীনে ছিল। ১৯৭৪ সালে তৎকালীন কংগ্রেসী মন্ত্রী আবু বরকত আতাউর গনি খান চৌধুরীর চক্রান্তে মালদা জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মৌজাগুলিতে প্রায় ৫০ হাজার বিঘা আবাদযোগ্য জমি আছে, যার দশ শতাংশ খাস। গঙ্গা ভাঙনের ফলে বহু জমি স্বীকোস্তি হয়ে যায়। ১০/১২ বছর পর জমিগুলি আবার পয়োস্থি হয়। জমির মালিকরা নিজ নিজ জমি চাষাবাদ শুরু করেন এবং জমির খাজনা মুরশিদাবাদ কালেকটারীকে আদায় দিতে থাকেন। হঠাৎ ১৯৭৪ সালের ২৯ এপ্রিল তারিখের রাজ্য সরকারের ৫৮৬৬ নম্বর সারকুলারে মৌজাগুলিকে মালদা জেলার কালেকটারীতে হস্তান্তর করার নির্দেশ দেওয়া হয়। খবর পেয়ে এলাকার জমির মালিকরা হতভম্ব হয়ে যান এবং প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আয়োজন করেন। সরকারী কর্তৃপক্ষও সমস্ত কাগজপত্র রাতারাতি মালদা পাচার করে দেন। ফলে বহু গরীব চাষী ক্ষতিগ্রস্ত হন। প্রয়োজনে তৎক্ষণাৎ রেকরডপত্র দেখতে পাওয়া যায় না—ছুটতে হয় মালদা। ১৯৭৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী কাগজপত্র মালদা জেলায় হস্তান্তরি • হওয়ার আগে মুর্শেদ বিশ্বাস নামে একজন গ্রামবাসী হাইকোরটে মামলা দায়ের করেন এবং ষ্টে

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাঙলাদেশে চাল পাচার, উদ্বেগ

ধুলিয়ান, ৮ আগষ্ট—ধুলিয়ান থেকে প্রচুর পরিমাণে চাল চোরাগোপ্তা পথে প্রতিদিন বাঙালাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। এই সংবাদে মানুষের মনে উদ্বেগ বাড়ছে। এখন বর্ষাকাল, গঙ্গা টইটম্বুর—চোরাকারবারীদের এখন পৌষ মাস। তার উপর আছে কাঞ্চন কৌলিন্য—অর্থাৎ কিনা যোগসাজস। শোনা যাচ্ছে, এনফোরসমেনট তথা সরকারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতসারে চাল পাচার পর্ব অবাধে চলছে। চোরাকারবারের অন্যতম পীঠস্থান ধুলিয়ানে এই কারবার এখন রমরমা। অন্যান্য জিনিস তো আছেই। কিন্তু সেগুলো গা সওয়া হয়ে গেছে। মুসকিল হয়েছে চাল পাচার নিয়ে। এভাবে প্রতিদিন হাভাতে দেশ থেকে চাল চলে গেলে এখানকার মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাবে। তখন খাবে কি? এখনই চালের দাম বেশ চড়া, তার উপর পাচার কারবার আরো দর চড়িয়ে দিচ্ছে। অবিলম্বে এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। আশা করা হচ্ছে সরকারী প্রশাসন কর্তৃপক্ষ দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সর্বশক্ত নিয়োগ করে এর মোকাবিলা করবেন।

লরি থেকে লক্ষ টাকার বিদেশী মাল আটক

সাগরদীঘি, ৭ আগষ্ট—ধুলিয়ান ও নলহাটী কাসটমস যৌথ অভিযান চালিয়ে গত মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে বারটা নাগাদ এই থানার বেলখরিয়ার কাছে ৩৪নং জাতীয় সড়কে পাটবোঝাই একটি লরি আটক করে বিদেশী টেপ রেকরডার, ক্যাসেট, জামা-কাপড়, সেলাই মেসিনের সূচ ও গুঁড়ো ওষুধ উদ্ধার করে। আটক করা ওই সমস্ত বিদেশী মালের দাম প্রায় এক লক্ষ টাকা বলে জানানো হয়। লরির মালিক সুতী থানা এলাকার বাইদুল হক ও লরিচালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, জাতীয় সড়ক ও রেলপথে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে বিদেশী দ্রব্য পাচারের ঘটনা ইদানীং বৃদ্ধি পেয়েছে।

১০০ ঘণ্টায় ১ মাইল

জঙ্গিপুর, ৮ আগষ্ট—রঘুনাথগঞ্জ ডাকঘর থেকে ২১ জুলাই তারিখের সীলমোহর মারা ইনটারভিউ-এর একটি চিঠি জঙ্গিপুর ডাকঘর থেকে বিলি হয়েছে ৩১ জুলাই। জঙ্গিপুর এস ডি ও অফিস থেকে রঘুনাথগঞ্জ ডাকঘরের মাধ্যমে ৬১৬৬ (৩৮) নম্বর চিঠিটির এক মাইল পথ অতিক্রম করতে সময় লাগে মাত্র ১০০ ঘণ্টা। চিঠিতে ইনটারভিউ-এর তারিখ নির্দিষ্ট ছিল ৩০ জুলাই।

বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস

মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা বিভাগ সম্প্রতি বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে গবেষিকা ওয়াই পায়েভস্কাইয়া লিখিত "বাঙলা সাহিত্যের বিকাশের রূপরেখা (১২-১৯ শতক)" নামে একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এই গবেষণা গ্রন্থ আচার্য সুনীতিকুমার, ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখের রচনার তথ্যের ভিত্তিতে লিখিত। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে রুশদেশে ভারতবিদ্যা ও বঙ্গসাহিত্যের চর্চা হয়ে আসছে। আকাদেমিসিয়ান এ বারান্নিকভ, এম

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জীবনহানি অবলার

নিজস্ব সংবাদদাতা : অবলার জীবনহানি ঘটলেই সবসময় খবর হয় না। কিন্তু সেই জীবনহানি যখন পাইকারী হারে হয় এবং ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় হাজার হাজার টাকা—তখন সেটা খবর হয়। যেমন হয়েছে সেদিন মনিগ্রাম ও গনকর ষ্টেশনের মাঝে। জানা গিয়েছে, ওই দিন একটি লাইট ইঞ্জিনে কাটা পড়ে একসঙ্গে ৬৫টি ছাগল। ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯ হাজার টাকা।

অভাব কেরোসিনের

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরাক্কা, সামসেরগঞ্জ, সুতী, রঘুনাথগঞ্জ ও সাগরদীঘি—মহকুমার পাঁচটি থানার গ্রাম শহরাঞ্চলে কেরোসিন তেলের তীব্র অভাব দেখা দিয়েছে। ইউনিয়নে স্বীকৃতির দাবিতে ভারতীয় তেল করপোরেশনের কর্মচারী ধর্মঘট এই অভাবের কারণ বলে খবর। চোরাকারবারী ও অসাধু ব্যবসায়ীরাও হাত গুটিয়ে বসে নাই। তারা সাধারণ মানুষের গাঁট কেটে মোটা টাকা কামানোর ধান্দায় সুযোগের সদ্ব্যবহারে তৎপর রয়েছে। অন্যদিকে কেরোসিনের অভাবে অন্ধকার গ্রামগুলিতে নিরাপত্তার অভাব দেখা দিয়েছে।

অগ্রগতি ব্যাঙ্কের

নিজস্ব সংবাদদাতা : গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মুরশিদাবাদ জেলার ৯টি শাখা ১৯৭৮-৭৯ সমবায় বৎসরে সমবায় সমিতির মাধ্যমে ২৪·৯৫ লক্ষ টাকার কৃষিঋণ দান করেছে। শুরু হতে ৩০ জুন পর্যন্ত এই ব্যাঙ্ক জেলার সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে ১১২·২২ লক্ষ টাকার স্বল্পমেয়াদী কৃষিঋণ বিতরণ করেছে। এই সময়ের মধ্যে সমিতির

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৮৬।

॥ দরের দাপটে ॥

চাল-ডাল-ভোজ্য তেল প্রভৃতি যত অত্যাবশ্যক পণ্য নিতান্ত সাধারণ মানুষের পক্ষেও একান্ত অপরিহার্য, তাহার ক্রম-উর্ধ্বমুখী দর অভিশপ্ত এই রাজ্যের মানুষকে জর্জরিত করিয়া তুলিতেছে। যে সব আনাজপাতি না হইলে চলে না, তাহাও বেশীরভাগ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। 'ভেতো-মেছো'-প্রাণ বাঙ্গালী আর সে আখ্যায় ভূষিত হইতে চাহে না। কোন প্রবন্ধাদিতে গোলাভরা ধান আর পুকুরভরা মাছ নিতান্ত প্রহসনের মত শুনায়। বাজারে সেদিন জনৈক মৎস্য বিক্রেতা অতি সন্তর্পণে আগুসার গলদা চিংড়ি দর্শনে প্রলুব্ধ রসনাসিক্ত বঙ্গসন্তানকে বলিতেছেন—'এ্যাকুশ টাহা ব্যচতেসি, আপনারে বিশ টাহায় দিমু, লয়্যা যান।' মুহূর্তে ভদ্রলোক একটা অছিলায় সরিয়া গেলেন। অতি পরিচিত মৎস্য বিক্রেতার নিকট হইতে সরাসরি সরিয়া যাওয়া তাঁহার মর্মমূলে একটা আঘাত করিয়াছিল কি না জানি না; তবে এই হাল অধিকাংশেরই। ব্ল্যাক মানির কামড়ে যাঁহারা ভুগেন, তাঁহাদের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নয়।

সমস্ত অবস্থার নির্গলিতার্থ এই যে সাধারণের মাথাপিছু আয় সম্বন্ধে সরকারী ষ্ট্যাটিসটিক্স্ যাহাই ফিরিস্তি দিক না কেন, দৈনন্দিন জিনিষের দরে তাহা হালে পানি পায় না।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে নির্বিচারে খাদ্যপণ্যাদি পাচার হইতেছে। সে দেশের মানুষ বেআইনী এই কাজকে দেশের খাদ্যাভাবের জন্য প্রশ্রয় দিতেছে, আর এ দেশের মানুষ (যাহারা দেশের স্বার্থের উর্ধ্বে নিজ কালোটাকাকে দেখে) নির্দ্বিধায় পাচার কার্যে লিপ্ত আছে। সরকার সীমান্ত অঞ্চলকে আরও কঠোর প্রহরায় রাখার ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া সংবাদ। কিন্তু কতটুকু কাজ হইবে। আত্মিক শুভবুদ্ধি আপনা হইতে না জাগিলে এ দুর্দশা চলিবেই দরের দাপট যাইবে না। আর সেজন্য বিব্রত মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্তদের অন্তর্বেদনার কথা ভাবিবার কেহ নাই।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

জ্যোতিবাবু-প্রমোদবাবু আমাকে বাঁচান!

আমি সাগরদীঘি থানার অধীন সমসাবাদ গ্রামের একজন গরীব মজুর। আমার সম্পত্তির পরিমাণ মোট তিন বিঘা, অভাবে প্রায়ই যা বাঁধা দিতে হয়। আমি যে বাড়ীতে বাস করি তা আমার মামার। এই বাড়ীতেই আমার জন্ম। আমার বর্তমান বয়স ৫০ বৎসর। নিরবচ্ছিন্নভাবে এই দীর্ঘকাল আমি উক্ত বাড়ীতে স্ত্রী পুত্র নিয়ে বাস করে আসছি। শুনছি আমার মামীমা (বাপের বাড়ীতে থাকেন, বিধবা) অন্য একজনকে এই বাড়ী বিক্রি ক'রে গেছেন; আমার বহু অনুরোধ সত্ত্বেও। আমাদের এলাকার অঞ্চল প্রধান সি পি এম এর নিমাই মণ্ডল তাঁর পিসতুতো ভাইয়ের ছেলেদের নামে এই বাড়ী তিনি কিনেছেন এবং আমাকে উঠে যেতে বলেছেন। আমি না উঠায় আমার বাড়ীর চারিদিকে বেরুবার রাস্তা তাঁরা বন্ধ করে দিয়েছেন, জমিটুকু আবাদ করতে দিচ্ছেন না। মাননীয় মহকুমা শাসককে মোকর্দমার মাধ্যমে মুখের রক্ত উঠানো পয়সা দিয়ে জানালাম। মামলাতে আমিই দু'বার হেরে গেলাম। সভ্য আইনের ক্ষমতা হল না আমার মতো হতভাগ্যকে বেরুবার রাস্তা করে দেবার। এলাকার সমস্ত জোতদার নিমাই মণ্ডলের পেছনে। দু'চার জন আমার মতো কঙ্কালসার গরীব আমাকে সমর্থন করে, কিন্তু সামনে আসতে তারা নারাজ। আমি ভিক্ষা করে বহরমপুরে সি পি এম-এর নেতা সত্যনারায়ণ চন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁকে বলেছি; 'আপনারা তো জোতদারদের দলে নন, গরীবের মা-বাপ। এই আমার ঘটনা; আমাকে বাঁচান। আমাকে আপনার দলের লোক বাস্তুহীন, পথের ভিখারী করে ছাড়ছে।' তিনি মামলা করার ও এস ডি ওর কাছে দরবার করার জ্ঞান দিয়ে এক রকম বিতারিত করে দিলেন। এখন যে কোন দিন আমি উচ্ছেদ, এমন কি খুনও হতে পারি। তাই সর্বহারার নেতৃদ্বয়ের কাছে আমার সাশ্রুনয়নের আবেদন: আপনাদের রাজত্বে আমার মতো একজন গরীব মজুর ভিটেছাড়া হয়ে যাবে? বিচার পাব না? আমার এই চিঠি আপনাদের দরবারে যাবে কিনা তাও জানি না। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি পাঠান এবং আপনারা পান, তবে দেখবেন স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আমি এই বিংশ শতাব্দীতে ভিটেছাড়া না হই! ভিখারীতে পরিণত একদিন হতেই হবে, কিন্তু এইভাবে যেন না হই।

—সীতানাথ সরকার, সমসাবাদ (সাগরদীঘি)।

চ্যারিটি শো

১লা শ্রাবণ জঙ্গিপুর সংবাদের 'চিঠি-পত্র' বিভাগে অমিয় সিংহ মহাশয়ের পত্রটি পড়লাম। একজন নীতিপরায়ণ, আদর্শবাদী ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পূর্ণ ব্যক্তি হয়ে তিনি কতিপয় ব্যক্তি বা সংস্থাকে আক্রমণ করতে গিয়ে 'আর কত পকেট কাটবেন বলুন তো'—এই বিকৃত তথ্য পরিবেশন করে আমাদের শহরে সুনাম আছে এমন কতকগুলি ক্লাবকেও জড়িত করেছেন জানতে পেরে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি। যদিও জানি অমিয়বাবুর বক্তব্য সম্পূর্ণ অসত্য নয় তবুও তিনি তার বক্তব্যে সবাইকে আক্রমণ করেছেন। আচ্ছা অমিয়বাবু, আপনি যখন 'চ্যারিটি শো' সম্বন্ধে এই তথ্য পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন তখন বলুন তো অথবা বলা উচিত ছিল একটি 'চ্যারিটি শো' করে ক্লাবগুলি কত রোজগার করে? পকেট ভরে ক্লাবের, না নিজের? স্থানীয় যতগুলি ক্লাব আছে তারা কত 'চ্যারিটি শো' করেছে এবং প্রাপ্ত টাকা কিভাবে ব্যয় করেছে সে সম্বন্ধেও আপনার আলোচনা করা উচিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ যে সমস্ত ক্লাব কিছু ভালো ছবি 'চ্যারিটি শো' আনেন এবং তাঁরা যা টাকা খরচ করেন, শেষ পর্যন্ত তা উঠে না, তাঁরা 'লস' খান। এই রকম দু'একটি ক্লাবের নামও আমার গোচরে আছে। কিন্তু কি তাঁরা 'চ্যারিটি শো' করা বন্ধ করেছেন অমিয়বাবু? তাঁদের উদ্দেশ্য টাকা রোজগার করা নয়, কিছু ভালো ছবি শহরের মানুষদের দেখানো। আর অভাবের কথা বলছেন? যাই বলুন না কেন আমাদের সব কিছু মেনেই এই পরিবেশে চলতে হয়, নিশ্চয়ই আপনিও এই পরিবেশ থেকে আলাদা নন? তবে কেন অমিয়বাবু, এই রকম হঠাৎ কোন বিবৃতি দিয়ে আমরা কিছু লোকের কাছে ভালো মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবো?

—অপূর্বকুমার সেন, রঘুনাথগঞ্জ।

লেভেল ক্রসিং-এ গেট

সাগরদীঘি, ৭ আগষ্ট— পূর্ব রেলের বারহারোয়া-আজিমগঞ্জ-কাটোয়া রেলপথের মনিগ্রামে এস এম জি আর রোডের লেভেল ক্রশিং-এ ৩১ জুলাই গেট বসানো হয়েছে। ইতিপূর্বে এই লেভেল ক্রশিং-এ গেটের অভাবে একাধিক দুর্ঘটনা এবং বহু প্রাণহানি ঘটেছে।

স্কুলে অবৈধ নিয়োগ

আমি মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার অন্তর্গত সাদিকপুর বি কে জুনিয়ার হাই স্কুলের একজন এ্যাপ্রুভড্ শিক্ষক। আমি জানাই যে, ইতিপূর্বে রাজনৈতিক কারণে তদানীন্তন ম্যানেজিং কমিটির কংগ্রেসের ২/১ জন সভ্য বিভিন্ন দিক থেকে আমার জীবনের ক্ষতি করে আমাকে স্কুল যেতে দেননি। এবং এ ব্যাপার আমি বর্তমান সরকারের শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় পার্থ দে'র কাছে এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে জানাই। মন্ত্রী মহোদয়ের চাপে মুর্শিদাবাদ জেলার স্কুল পরিদর্শক মহাশয় গত ১৪-৯-৭৭ তারিখে বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন। আমার ব্যক্তিগত অভিযোগ আমার পরিবর্তে যে শিক্ষক অর্থাৎ পটলচন্দ্র দাস মহাশয়কে তদানীন্তন প্রশাসক মহাশয় নিয়োগ করেছেন তাহা সম্পূর্ণ অবৈধ বলে মনে করি। কারণ মাননীয় জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক কিংবা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি আমাকে ডিসচারজ করেননি। আমি এ ব্যাপারে আমার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র স্কুল পরিদর্শনের সময় পরিদর্শক মহাশয়ের নিকট দাখিল করি। গত ১৮ জুলাই (১৯৭৯) জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি মারফৎ জানতে পারি উক্ত পদে একজন শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। আমি এটাকে অবৈধ বলে মনে করি। এবং এ ব্যাপারে যে একটা কারচুপি চলছে তা সরজমিনে তদন্ত কারর জন্য শিক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।—প্রভাতকুমার রায়, শিক্ষক, সাদিকপুর বি কে জুঃ হাই স্কুল।

বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তুবিয়ানস্কি ও শ্রীমতী ভেরা নভিকভা এ বিষয়ে কাজ করে গেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে লেখিকা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা লোক-কথা, ভক্তি সাহিত্য, খনার বচন, যাত্রা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বঙ্গসাহিত্যের ক্রমরেখাটি দেখিয়েছেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বিদ্যাপতির পদাবলী প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের বিকাশে বিরাট ভূমিকা পালন করে। ১৫ শতকে আসেন চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, গোবিন্দদাস প্রমুখ। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত বাংলা সাহিত্যের বিকাশের দুটি প্রধান স্তম্ভ। আধুনিক পর্বে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গসাহিত্যের জাতীয় স্রষ্টা। এই পর্বে বঙ্গসাহিত্যকে বৃটিশ ঔপনিবেশিকতা ও তৎকৃত ভাষাগত ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে লড়তে হয়। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯ শতকে বাংলা সাহিত্য সমগ্র ভারতীয় ভাষাগুলির সাহিত্যবিকাশের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ও মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে ও প্রভাব বিস্তার করে।

— এ পি এন

১৩টি মৌজার হাল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অর্ডার পান। তার আগেই কাগজ-পত্র পাচার হয়ে যায়। এখন পর্যন্ত মামলাটির নিষ্পত্তি হয়নি। এলাকার অধিবাসীদের ধারণা মামলাটির নিষ্পত্তি হ'লে মৌজাগুলি মুরশিদাবাদ জেলায় ফিরিয়ে আনা সহজ হবে। এ ব্যাপারে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকেও সচেষ্ট হতে হবে।

অগ্রগতি ব্যাঙ্কের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সভ্যদের কাছে বাকী পড়েছে ৫১·৯৩ লক্ষ টাকা। ৩১ জুলাই পর্যন্ত এই ব্যাঙ্ক জেলার প্রায় ১৫০০ বর্গাদার ও পাট্টা-গ্রহীতার মধ্যে কৃষিঋণ বণ্টন করেছে। সেপটেম্বর মাসে গোকর্ণ, ভাবতা ও রেজিনগরে এই ব্যাঙ্কের ৩টি নতুন শাখা খোলা হবে। ব্যাঙ্কের একজন মুখপাত্র এ খবর দিয়েছেন।

সকলের প্রিয় এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর
শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের সুযোগ

আগামী ১২ই অগষ্ট হইতে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে বিকাল ৩টা হইতে ক্লাসিক, রবীন্দ্রসঙ্গীত, তবলা ও গীটার শিক্ষার ক্লাস শুরু হইতেছে। ছাত্রছাত্রী ভর্তি চলিতেছে। যোগাযোগ করুন :— শ্রীসত্যগোপাল দাস, অধ্যক্ষ ও সম্পাদক, সুরঝংকার মিউজিক কলেজ, সঙ্গীত শিক্ষক, ফতুল্লাপুর উচ্চ বিদ্যালয়।

দরবেশপাড়া, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ
(মুর্শিদাবাদ)

Wanted a Graduate with Arabic as combination in the deputation vacancy of Jangipur High School on pay & allowances as per G. A. rules.

Please appear for interview with application and certificates on 20/8/79 at 2 P. M.

Sd/- Administrator,
Jangipur High School
7/8/79

বিশ্রামাগার সংস্কারের দাবি

জঙ্গিপুর, ৭ আগষ্ট – জঙ্গিপুর বাস ষ্ট্যাণ্ডের বিশ্রামাগার যাত্রীদের বসার অনুপযুক্ত। অবিলম্বে এটির সংস্কার করে বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থার দাবি উঠেছে। এই বিশ্রামাগার অন্ধকার রাত্রে ৯টা এবং ভোর তিনটের বাস-যাত্রীদের কাছে ভীতির কারণ।

বহরমপুর—ফরাক্কা ও
বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
রেখার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

আবেদন

মুর্শিদাবাদ জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ এই জেলায় যাত্রী পরিবহণের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের নিকট আবেদন করিতেছেন যে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত এবং অনুমোদিত বাস ষ্টপেজ যেন প্রত্যেকে মানিয়া চলেন। কেহ যেন নিজের খেয়াল খুশিমত যত্র তত্র বাস থামাইবার জন্য বাসকর্মচারিগণকে পীড়াপীড়ি না করেন বা অনুমোদিত ষ্টপেজ ছাড়া অন্যত্র ষ্টপেজ না দিলে বাস কর্মচারিগণের সহিত বাদানুবাদে লিপ্ত না হন। অনুমোদিত ষ্টপেজের তালিকা প্রতিটি বাসের প্রকাশ্য স্থানে টাঙানো থাকিবে। উহার পরিবর্তন বা সংশোধনের ব্যাপারে কাহারো যদি কোন আপত্তি থাকে তবে তাহা তিন মাসের মধ্যে আঞ্চলিক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

সুষ্ঠুভাবে বাস পরিচালনার ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ বাসযাত্রী, বাসকর্মচারী এবং বাস মালিকদের সহযোগিতা কামনা করেন।

স্বাঃ সুনীল দত্ত

এ পক্ষের চাষবাস

১৬ই শ্রাবণ—৩১শে শ্রাবণ

ধান ঃ

সারা পক্ষ ধরেই আমন ধানের চারা রোয়ার কাজ চলবে। চারা রোয়ার আগে অতি অবশ্যই প্রাথমিক মাত্রায় রাসায়নিক সার দিয়ে জমি তৈরী করবেন। সারের মাত্রা, চারা লাগানোর দুরত্ব ইত্যাদি জানার জন্য আগের পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন। আগে রোয়া অধিক ফলনশীল জাতের ধানের ক্ষেতে চারা রোয়ার ১০-১৫ দিনের মাথায় জলদি জাতে একরে ১০ কেজি হারে এবং মাঝারি ও নাবি জাতে একরে ১২ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দেবেন।

ধানের ক্ষেতে রোগ-পোকার আক্রমণ সম্বন্ধে সচেতন থাকুন। চারা রোয়ার পর সপ্তাহে অন্ততঃ দুদিন ক্ষেত ঘুরে দেখুন। রোগ-পোকার আক্রমণের মাত্রা বুঝে প্রয়োজনীয় ওষুধ ব্যবহার করুন।

আখ ঃ

আখের ক্ষেতে এ সময় ব্যাপক হারে ডগা ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হ'তে দেখা যায়। এ ছাড়া, শোষক পোকার আক্রমণেও আখের বেশ ক্ষতি হয়। এ সব পোকার আক্রমণ দমনের জন্য সময়মত প্রয়োজনীয় ওষুধ ব্যবহার করুন।

ফল ঃ

কম বৃষ্টিপাতের এলাকায় এ পক্ষেও সব রকমের ফলের চারা বা কলম লাগাতে পারেন। পুরানো ফলের বাগানে সার দেওয়া না হ'য়ে থাকলে এ পক্ষেও গাছের বয়স অনুযায়ী সার দেওয়া চলবে।

শাক-সব্জী ঃ

এ পক্ষেও মাঝারি জাতের ফুলকপি ও ট্যমাটোর চারা তৈরীর জন্য বীজতলায় বীজ বুনতে পারেন। বীজ লাগবে প্রতি দশ শতকের উপযোগী চারার জন্য ২০—২৫ গ্রাম। পুসা আর্লি ডোয়ার্ফ, পুসা রুবি, এইচ. এস. ১০১ প্রভৃতি জলদি জাতের ট্যমাটো। ফুলকপির জলদি জাতের নাম আগের পক্ষেই জানানো হ'য়েছে।

ভারত-জার্মান
সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প
১২ বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭১
/naa

কাজ মাফিক ফল

ধুলিয়ান, ৮ আগষ্ট—শহরের ২নং ওয়ার্ডের গুড়িপাড়া পল্লীর দুখন মণ্ডল নামে এক যুবক ৩০ জুলাই গভীর রাত্রে অনুকূল মণ্ডলের যুবতী স্ত্রীকে বলপূর্বক ধর্ষণ করতে গিয়ে ধরা পড়ে। পরদিন সকালে সকলে মিলে তার মাথার চুল কেটে গলায় ঝাঁটা ও জুতোর মালা পরিয়ে ঢোল বাজাতে বাজাতে ধুলিয়ান শহর পরিক্রমা করে। জানা যায়, দুখন মণ্ডলকে একটি রাজনৈতিক দলের পুরোভাগে প্রায়ই দেখা যায়। বহুদিন থেকেই সে নাকি ধর্ষণের পরিকল্পনা করছিল। তাকে এই ধরনের শাস্তি দেওয়ায় পল্লীর নাগরিকরা খুশি হয়েছেন বলে সংবাদ সূত্র থেকে দাবি করা হয়েছে।

জবাকুসুম
তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?
তা কেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে।
কিন্তু তেল না মেখে চুলের যত্ন নিবি কি করে?
আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাল করে জবাকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই।
জবাকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও ভারী ভাল হয়।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Godrej
"The quality is never an accident.
But it is always the result of an important efforts"
উক্তিটির সার্থক রূপকার গোদরেজ। গোদরেজের ষ্টীল আলমারী, অফিস আসবাব এবং রেফ্রিজেরেটর ও টাইপরাইটার এখন ষ্টীলজগতের এক এবং অনন্য। আপনার মনের মত সেরা জিনিসটি আপনি পছন্দ করে নিয়ে যান আমাদের শো-রুম থেকে।

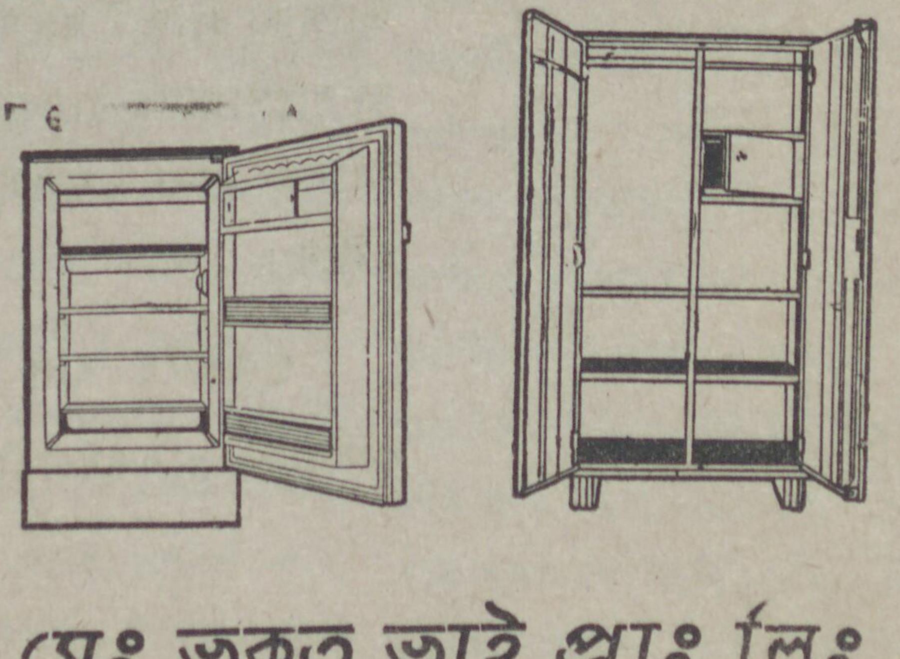

★ এক এবং অনন্য পরিবেশক—
মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভূম
পিন : ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১